সংযত জবান সংহত জীবন

বই	সংযত জবান সংহত জীবন
মূল	শাইখ আব্দুল মালিক আল-কাসিম
অনুবাদ ও সম্পাদনা	আমীমুল ইহসান
প্রকাশক	মুফতি ইউনুস মাহবুব

সংযত জবান সংহত জীবন

শাইখ আব্দুল মালিক আল-কাসিম

RUHAMA
PUBLICATION
রুহামা পাবলিকেশন

সংযত জবান সংহত জীবন

শাইখ আব্দুল মালিক আল-কাসিম

গ্রন্থস্বত্ব © রুহামা পাবলিকেশন

প্রথম প্রকাশ
জুমাদাল উখরা ১৪৪০ হিজরি / ফেব্রুয়ারি ২০১৯ ইসায়ি

অনলাইন পরিবেশক
ruhamashop.com
rokomari.com
wafilife.com

মূল্য :১৪৮ টাকা

RUHAMA
PUBLICATION

রুহামা পাবলিকেশন

দোকান নং ৩১২, ৩য় তলা, ৪৫ কম্পিউটার কমপ্লেক্স,
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
+৮৮ ০১৮৫০৭০৮০৭৬
ruhamapublication1@gmail.com
www.fb.com/ruhamapublicationBD
www.ruhama.shop

সূচিপত্র

শুরুর কথা ০৭
প্রবেশিকা ০৯
জবানের গুনাহ ১৩
প্রথম গুনাহ : গিবত ৪২
গিবতের হুকুম ৪৩
গিবতের প্রকৃতি ও নেপথ্য কারণ ৪৬
গিবত থেকে বাঁচার উপায় ৬৭
কোন ধরনের গিবত করা বৈধ? ৬৭
গিবতের কাফফারা ও ক্ষতিপূরণ ৭৮
দ্বিতীয় গুনাহ : চুগলখোরি ৮০
গিবত ও চুগলখোরির চেয়েও বড় পাপ ৯৩
তৃতীয় গুনাহ : মিথ্যা ৯৫
চতুর্থ গুনাহ : ঠাট্টা-বিদ্রুপ ১০৫
কেমন ছিলেন তিনি? ১১৪
তথ্যসূত্র ১১৮

بسم الله الرحمن الرحيم

শুরুর কথা

الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْمُرْسَلِينَ

আল্লাহর অশেষ রহমতে আমরা সুধী পাঠকদের খিদমতে পেশ করতে যাচ্ছি (أَيْنَ نَحْنُ مِنْ هٰؤُلَاءِ) 'সালাফের পথ ছেড়ে কোথায় আমরা' সিরিজের ষষ্ঠ উপহার—জবানের ব্যাধিবিষয়ক পর্যাপ্ত আলোচনাসমৃদ্ধ রচনা (اَلْحَصَادُ وَنَسْؤُهُ) বা 'সংযত জবান সংহত জীবন'।

প্রথমে জবানের প্রকৃতি, গুরুত্ব ও তাৎপর্যের ওপর স্বল্প পরিসরে আলোকপাত করার চেষ্টা করা হয়েছে। তারপর পর্যায়ক্রমে গিবত, চুগলখোরি, মিথ্যা, বিদ্রুপ ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা সন্নিবেশিত হয়েছে।

জবানের এই মারাত্মক ব্যাধিগুলো দ্রুত উম্মাহর শরীরে ছড়িয়ে পড়ছে; বিনষ্ট করে দিচ্ছে নেক আমলসমূহ, দ্রুত বিস্তার ঘটাচ্ছে বদ আমলের আর ধ্বংস করে দিচ্ছে জাতির মহা মূল্যবান সময়। কথায় কথায় সামান্য ভুলের কারণে মৃত্যু ঘটে একটি সুখী পরিবারের, বিনষ্ট হয় আত্মীয়তার সম্পর্ক, ছিঁড়ে যায় বন্ধুত্বের বাঁধন। মুখ ফসকে বেরিয়ে যাওয়া একটি মাত্র শব্দ মানুষকে দীর্ঘ সত্তর বছরের জন্য ছুঁড়ে দিতে পারে জাহান্নামের আঁধারে।

দ্বীনি সচেতনতার অভাব, জীবনোপকরণের সহজলভ্যতা এবং কর্মহীন জীবনের অফুরন্ত অবসরের সুযোগ নিয়ে জবানের ব্যাধিগুলো আজ সমাজে মহামারির রূপ নিয়েছে। বিশেষত মোবাইলের ব্যাপক ব্যবহার সমস্যার ক্ষেত্রটিকে আরও বিস্তৃত করেছে।

আল্লাহ তাআলা আমাদের জবানকে গুনাহ থেকে পবিত্র রাখুন, কানকেও গর্হিত কথাবার্তার অনিষ্ট থেকে হিফাজত করুন এবং আমাদের ইবাদতে ইখলাস ও নিষ্ঠা দান করুন।

– আব্দুল মালিক বিন মুহাম্মাদ বিন আব্দুর রহমান আল-কাসিম

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রবেশিকা

জবান আল্লাহ তাআলার এক মহা নিয়ামত এবং তাঁর অনুপম সৃষ্টিনৈপুণ্যের অন্যতম নিদর্শন। এটি আকারে খুবই ছোট, কিন্তু এর কল্যাণ ও অনিষ্ট দুটোই ব্যাপক। কেননা, ইমান ও কুফর জবানের উচ্চারণেই প্রকাশ পায়। ইমান হলো ইবাদতের মূল আর কুফর নাফরমানির।[১]

জবান মানুষের মনের ভাব প্রকাশ করে—ব্যক্ত করে তার অনুভূতি। জবানের মাধ্যমেই সে তার চাহিদার কথা জানায়, অভিযোগের উত্তর দেয় এবং হৃদয়ের গোপন কথাগুলো আপনজনকে শেয়ার করে। মজলিসের আলাপ, বন্ধুত্বের গল্প, সমাবেশের ভাষণ সব জিহ্বার মাধ্যমেই হয়ে থাকে। বাকনৈপুণ্য মানুষের ব্যক্তিত্বকে বিকশিত করে। অপরদিকে অসংলগ্ন কথাবার্তা ক্ষুণ্ন করে তার মর্যাদা। তেজোময় বক্তব্য হতাশ মনে সঞ্চার করে সাহসের—মৃত হৃদয়ে জাগিয়ে তোলে অফুরন্ত প্রেরণা।

জবান আলাপচারিতার উন্মুক্ত ময়দান—এর বিস্তৃতির কোনো সীমা-পরিসীমা নেই। এর কল্যাণের পরিধি যেমন বিস্তৃত, তেমনই অনিষ্টের পরিসরও পরিব্যাপ্ত। যে ব্যক্তি জবানের লাগাম ছেড়ে দেয়, শয়তান তাকে হাঁকিয়ে নিয়ে যায় বাচালতার বিস্তীর্ণ প্রান্তরে—ধীরে ধীরে তাকে ঠেলে দেয় ধ্বংসের অতল গহ্বরে। আখিরাতে দোজখই হয় তার ঠিকানা।

জবানের অসংলগ্ন কথার কারণে মানুষকে অধোমুখে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হয়। জিহ্বার অনিষ্ট থেকে কেবল সেই নিরাপদ থাকে, যে তাকে শরিয়ার লাগাম পরিয়ে দেয়। তখন দুনিয়া ও আখিরাতের জন্য কল্যাণকর হয় শুধু এমন কথাই তার মুখ দিয়ে বের হয়।

কোন কথাগুলো কল্যাণকর আর কোনগুলো অনিষ্টকর, তার ইলম খুব কম মানুষই রাখে। ইলমের অনালোচিত অধ্যায়গুলোর মধ্যে এটি অন্যতম। আবার এই ইলমের দাবি অনুযায়ী আমল করাও বেশ কঠিন ও কষ্টসাধ্য।

---

১. আল-ইহইয়া : ১১৭/৩

মানুষের সবচেয়ে পাপাসক্ত অঙ্গ হলো জবান। কেননা, জিহ্বা চালনার মতো সহজ কাজ আর হয় না। তাই মানুষ জবানের ব্যাধিতেই আক্রান্ত হয় সবচেয়ে বেশি। মানুষকে পাপাচারে লিপ্ত করতে শয়তানের মোক্ষম একটি হাতিয়ার এই জিহ্বা।[২]

জবানের লাগাম যদি ছেড়ে দেওয়া হয়, তবে সে কথার ময়দানে অবাধে বিচরণ করতে শুরু করে—এর গিবত করে, ওর নিন্দা করে, তাকে গালি দেয়, অমুককে নিয়ে হাসি-ঠাট্টা করে। এমন লোক আপনি খুব কমই পাবেন, যারা জবানে লাগাম পরিয়ে রাখে—বিরত থাকে অর্থহীন হাসি-ঠাট্টা ও বেহুদা গল্প-গুজব থেকে।

যে কথা না বললে গুনাহগার হতে হয় না, দুনিয়া-আখিরাতে কোনো ক্ষতিও হয় না, সেটা অপ্রয়োজনীয় কথা বলে ধর্তব্য হবে।

মুসলমানদের উচিত অপ্রয়োজনীয় কথাবার্তা থেকে পরিপূর্ণভাবে বিরত থাকা। একজন সচেতন মুমিনের মুখে কেবল কল্যাণকর কথাই উচ্চারিত হয়। যদি কোনো কথা বলা ও না বলা দুটোই সমান হয়, তবে তা না বলাই সুন্নাত। কেননা, কখনো অপ্রয়োজনীয় হালাল কথাও হারাম ও মাকরুহের দিকে নিয়ে যায়। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে এর নিদর্শন প্রচুর। কথায় আছে—সতর্কতার বিকল্প নেই।[৩]

জবানের দুটি ভয়াবহ মুসিবত রয়েছে—একটি থেকে কোনোভাবে বেঁচে গেলেও অপরটিতে ফেঁসে যাওয়ার সমূহ আশঙ্কা :

১. কথা বলার মুসিবত।

২. মৌনতা অবলম্বনের মুসিবত।

স্থান-কাল-পাত্রভেদে উভয় মুসিবতই গুনাহের ভয়াবহতায় পরস্পরকে ছাড়িয়ে যায়। যে ব্যক্তি হক কথা না বলে মৌনতা অবলম্বন করে, সে হলো বোবা শয়তান। আল্লাহর নাফরমানি, রিয়াকারী ও মুনাফিকির মতো জঘন্য পাপে লিপ্ত সে। হাঁ, হক কথায় যদি জানের ভয় থাকে তবে ভিন্ন

২. আল-ইহইয়া : ১১৭/৩

৩. রিয়াজুস সালিহিন : ৪১৪ পৃষ্ঠা।

কথা। অপরদিকে যে মিথ্যা ও ভ্রান্ত কথা বলে, সে বাচাল শয়তান। তার নাফরমানিও অত্যন্ত মারাত্মক। কথা বলা ও মৌনতা অবলম্বনের ক্ষেত্রে অধিকাংশ মানুষই বিভ্রান্তির শিকার। মধ্যমপন্থীরাই সিরাতে মুস্তাকিমের ওপর প্রতিষ্ঠিত। তারা ভ্রান্ত কথা থেকে জবানকে হিফাজত করে এবং শুধু আখিরাতের জন্য কল্যাণকর বিষয়েই মুখ খোলে। আপনি তাদের কাউকে অর্থহীন বকবক করতেও দেখবেন না—আখিরাতের ক্ষতি হয় এমন ব্যাপারে মুখ খোলার তো প্রশ্নই ওঠে না। কিয়ামতের দিন অনেক বান্দা সাওয়াবের পাহাড় নিয়ে উপস্থিত হবে; কিন্তু জবানের গুনাহর ক্ষতিপূরণ করতে করতে সবগুলোই নিঃশেষ হয়ে যাবে।

আবার এমন অনেক বান্দাকেও দেখা যাবে, যারা গুনাহর পাহাড় নিয়ে হাজির হয়েছে, কিন্তু অধিক পরিমাণে আল্লাহর জিকির ও জবানের অন্যান্য নেক আমল তার সব পাপকেই নিঃশেষ করে দিয়েছে।[৪]

জবানের গুনাহের ফিরিস্তি অনেক দীর্ঘ। মিথ্যা, গিবত, চুগলখোরি, অপবাদ, কপটতা, অশ্লীলতা, বাকবিতণ্ডা, আড্ডাবাজি, গুজব রটানো, মিথ্যা সাক্ষ্য, কারও মনে কষ্ট দেওয়া, কারও মর্যাদাহানি করা ইত্যাদি জবানের গুনাহের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এসব পাপে লিপ্ত হতে জিহ্বাকে মোটেও বেগ পেতে হয় না। এমনকি এই গুনাহগুলোতে নিমগ্ন ব্যক্তির অন্তরে বিশেষ ধরনের স্বাদ অনুভূত হয়। প্রবৃত্তির চাহিদা ও শয়তানের কুমন্ত্রণা এই জঘন্য কাজগুলোকে আরও লোভনীয় করে তোলে। জবানের পাপাচারে অভ্যস্ত লোকেরা খুব কমই তাদের জিহ্বাকে সংযত রাখতে পারে।

বাচালতা সব সময় বিপদজনক আর মৌনতা নিরাপদ। জবানের হিফাজত অনেক কঠিন ব্যাপার। এ জন্য প্রয়োজন বিপুল উদ্যম, পরম ধৈর্য ও কঠোর সাধনা। আখিরাতে নাজাতের ফিকির, আল্লাহ তাআলার জিকির ও ইবাদত-বন্দেগিতে মশগুল হওয়া ব্যতীত জবানের লাগাম টেনে ধরার কোনো উপায় নেই। তাই জবানের হিফাজতের ফজিলত ও কল্যাণ অনেক ব্যাপক ও সুদূরপ্রসারী।[৫]

---

৪. আল-জাওয়াবুল কাফি : ১৭৩ পৃষ্ঠা।
৫. আল-ইহইয়া : ১২১/৩

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া ﷺ বলেন :

'আশ্চর্য ব্যাপার হলো, মানুষ সহজেই হারাম উপার্জন, জুলুম, জিনা, চুরি, মদ্যপান, কুদৃষ্টি ইত্যাদির গুনাহ থেকে বেঁচে থাকতে পারে। কিন্তু জবানের অসংযত নড়াচড়া বন্ধ করা তার জন্য দুঃসাধ্য ব্যাপার। আপনি এমন অনেক মানুষকে দেখবেন, যারা দ্বীনদার, দুনিয়াবিমুখ ও ইবাদতগুজার হিসেবে সমাজে ব্যাপক পরিচিতি লাভ করেছে; কিন্তু তাদের অসংলগ্ন কথাবার্তা আল্লাহ তাআলাকে অসন্তুষ্ট করে—অথচ এদিকে তার কোনো খেয়ালই নেই। কখনো তারা এমন কথাও বলে, যা তাদের ছুঁড়ে দেয় গোমরাহির অতল গহ্বরে। আপনি এমন অনেক লোকও দেখবেন, যারা অন্যায় ও অশ্লীলতা থেকে নিরাপদ দূরত্বে বাস করে; কিন্তু তার জবান অবিরামভাবে মানুষের ইজ্জতহানি করে চলেছে—কি জীবিত, কি মৃত কেউ তার জঘন্য আক্রমণ থেকে রেহাই পাচ্ছে না। সে কোনো পরোয়াই করছে না, সে কী বলছে!'[৬]

৬. আল-জাওয়াবুল কাফি : ১৭১ পৃষ্ঠা।

জবানের গুনাহ

জবানের গুনাহের তালিকা অনেক দীর্ঘ। এগুলোর ধরনও বেশ বিচিত্র। মানুষের স্বভাব ও প্রবৃত্তি এই সুমিষ্ট পাপগুলোর প্রতি খুবই আসক্ত। তাই ধৈর্যের সঙ্গে মৌনতা অবলম্বন এবং সতর্কভাবে কথা বলায় অভ্যস্ত হতে না পারলে জবানের গুনাহ থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব নয়। নিম্নে সংক্ষেপে গুনাহগুলোর ওপর আলোকপাত করা হলো :

প্রথম গুনাহ : অর্থহীন কথা

যে ব্যক্তি সময়ের মূল্য বুঝতে পারে, সে কখনো বাজে কথাবার্তায় মশগুল হয় না। কেননা, সময় অমূল্য সম্পদ। কেবল কল্যাণের কাজেই সময় ব্যয় করা যায়। এই উপলব্ধি অনর্থক গল্প-গুজব থেকে বেঁচে থাকতে সহায়তা করে। যে ব্যক্তি আল্লাহর জিকির ছেড়ে বেহুদা কাজে লিপ্ত হয়, প্রকারান্তরে সে অমূল্য হীরকখণ্ডের বদলে খুচরো টাকার থলে গ্রহণ করে। সময়ের অপর নাম জীবন। তাই যে হেলায় সময় নষ্ট করে, সে তার জীবনকেই বরবাদ করে।

দ্বিতীয় গুনাহ : পাপের আলোচনা

মদের আসর, বদমাশদের আড্ডা কিংবা অশ্লীল কোনো কাহিনী নিয়ে কথাবার্তা বলা ইত্যাদি পাপের আলোচনার উদাহরণ। ঝগড়াঝাঁটি ও বাকবিতণ্ডাও এই পর্যায়ে পড়ে। অনেক মানুষ সামান্য একটি বিষয় নিয়ে কোমর বেঁধে তর্কযুদ্ধে নেমে যায়। গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে প্রতিপক্ষের দোষগুলো বর্ণনা করে এবং কথার মারপ্যাঁচে তাকে লা-জবাব করে দিতে চায়। এভাবে সে গলাবাজিতে বিজয়ী হওয়ার চেষ্টা করে। অথচ তার উচিত ছিল, প্রতিপক্ষের মিথ্যা দাবিটি প্রত্যাখ্যান করা এবং সত্য কথাটি সুস্পষ্ট ভাষায় শুনিয়ে দেওয়া। সে যদি মেনে নেয় তো ভালো—নইলে তর্কে জড়ানোর কোনো মানে হয় না। আর তাও যদি মতবিরোধটি কোনো দ্বীনি বিষয়ে হয়। দুনিয়াবি ব্যাপার হলে এটি নিয়ে তর্কে লিপ্ত হওয়াই তো বোকামি।

তৃতীয় গুনাহ : লৌকিক বাকচাতুর্য

কিছু লোক আছে, যারা চোয়াল বাঁকিয়ে বিশুদ্ধ উচ্চারণে চিবিয়ে চিবিয়ে কথা বলে। অন্ত্যমিল দিয়ে কথায় একটি কাব্যিক আমেজ আনার চেষ্টা করে।

চতুর্থ গুনাহ : অসংলগ্ন কথা

অশ্লীল আলাপচারিতা, গালাগালি ও নোংরা বাক্যালাপ অসংলগ্ন কথার অন্তর্ভুক্ত।

পঞ্চম গুনাহ : হাস্য-কৌতুক

শরিয়ার সীমা লঙ্ঘন করে ক্রীড়া-কৌতুক করা হারাম। হাঁ, পরিমিত রসিকতা যাতে মিথ্যের মিশেল নেই, তা বৈধ।

ষষ্ঠ গুনাহ : ঠাট্টা-বিদ্রুপ

কাউকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা, কারও ইজ্জতহানি করা কিংবা কারও দোষ-ত্রুটি ও সীমাবদ্ধতা এমনভাবে বর্ণনা করা, যা শুনলে হাসি পায়।

সপ্তম গুনাহ : ওয়াদাভঙ্গ ও গোপনীয়তা ফাঁস

কারও রহস্য ফাঁস করে দেওয়া, অঙ্গীকার ভঙ্গ করা, মিথ্যা বলা এবং মিথ্যা কসম খাওয়া সুস্পষ্টভাবে হারাম। তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে ছাড় আছে। যেমন : স্ত্রীকে খুশি করার জন্য কিংবা যুদ্ধের কৌশল হিসেবে মিথ্যে বলা বৈধ।

মূলনীতি

কোনো বৈধ লক্ষ্য অর্জনের জন্য যদি মিথ্যা বলা ব্যতীত দ্বিতীয় কোনো উপায় না থাকে, তবে যথাসম্ভব স্বল্প পরিসরে মিথ্যে বলা জায়িজ। এখন লক্ষ্যটি অর্জন করা যদি মুবাহ[৭] হয়, তাহলে মিথ্যা বলাও মুবাহ হবে, আর লক্ষ্যটি যদি ওয়াজিব হয়, তবে মিথ্যা বলাও ওয়াজিব সাব্যস্ত হবে। তবে যথাসম্ভব মিথ্যে এড়ানোর চেষ্টা করা জরুরি।

---

৭. যে কাজ করা ও ছাড়া দুটোই বৈধ।

অষ্টম গুনাহ : গিবত

অনুপস্থিত ভাইয়ের ব্যাপারে এমন কথা বলা, যা সে শুনলে অপছন্দ করবে—এটি তার শারীরিক কোনো ত্রুটি হোক বা বংশগত কোনো বৈশিষ্ট্য কিংবা তার লেবাসের কোনো খুঁত হোক।[৮]

নবম গুনাহ : চুগলখোরি

কারও গোপন বিষয় তার অসম্মতিতে ফাঁস করে দেওয়া।

এ ছাড়াও জবানের আরও অনেক গুনাহ রয়েছে। এই সংক্ষিপ্ত পরিসরে সবগুলোর ওপর আলোকপাত করা সম্ভব নয়। আল্লাহ তাআলা জবানের এই ব্যাধিগুলোর ব্যাপারে সতর্ক করে বলেছেন, 'জবানের গুনাহগুলো নিখুঁতভাবে লিপিবদ্ধ করা হচ্ছে এবং কিয়ামতের দিন তার পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসাবও নেওয়া হবে।'

কুরআন মাজিদে এসেছে :

﴿ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ﴾

'মানুষ যে কথাই উচ্চারণ করে, তার জন্য তৎপর প্রহরী তার নিকটেই রয়েছে।'[৯]

অন্যত্র আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا ﴾

'যে বিষয়ে তোমার জ্ঞান নেই, তার অনুসরণ কোরো না; কান, চোখ, অন্তর—তাদের প্রত্যেকটি সম্পর্কে কৈফিয়ত তলব করা হবে।'[১০]

---

৮. মিনহাজুল কাসিদিন : ১৬৫ পৃষ্ঠা। (সংক্ষেপিত)
৯. সূরা কাফ : ১৮
১০. সূরা আল-ইসরা : ৩৬

আবু হুরাইরা ﷺ বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন :

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ

'যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলা ও কিয়ামতের দিনের ওপর বিশ্বাস রাখে, সে যেন কল্যাণকর কথা বলে অথবা চুপ থাকে।'[১১]

অন্য হাদিসে এসেছে, আবু হুরাইরা ﷺ বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন :

مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَعْنِيهِ

'ব্যক্তির ইসলামের অন্যতম সৌন্দর্য হলো, অর্থহীন কথা ও কাজ পরিত্যাগ করা।'[১২]

রাসুলুল্লাহ ﷺ কে জিজ্ঞেস করা হয়, 'কোন কারণে মানুষ অধিক হারে জাহান্নামে প্রবেশ করবে?' তিনি উত্তর দেন, 'জবান ও যৌনাঙ্গের কারণে।'[১৩] একবার মুআজ বিন জাবাল ﷺ রাসুলুল্লাহ ﷺ কে বলেন, 'আপনি আমাকে এমন একটি আমল বলে দিন, যেটি আমাকে জান্নাতে পৌঁছিয়ে দেবে এবং জাহান্নাম থেকে দূরে রাখবে।' রাসুলুল্লাহ ﷺ সকল আমলের মূল ভিত্তি, তার স্তম্ভ ও সর্বোচ্চ শিখর নিয়ে আলোচনা করার পর বলেন, 'হে মুআজ, আমি তোমাকে সবকিছুর মূল শিকড় কী সেটা বলে দেবো না?' মুআজ ﷺ বলেন, 'অবশ্যই বলবেন, হে আল্লাহর নবি।' রাসুলুল্লাহ ﷺ হাত দিয়ে নিজের জিহ্বা টেনে ধরে বলেন, 'এই বস্তুটিকে নিয়ন্ত্রণে রাখো।' মুআজ ﷺ জানতে চান, 'আমরা জবানে যা উচ্চারণ করি, তার ব্যাপারে কি আমাদের জবাবদিহি করতে হবে?' রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন, 'তোমার মা তোমাকে হারিয়ে ফেলুক[১৪] হে মুআজ! জবানের অসংলগ্ন কথাবার্তার কারণেই তো মানুষকে অধোমুখে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।'[১৫]

---

১১. সহিহুল বুখারি : ৬১৩৫, সহিহ মুসলিম : ৪৭
১২. সুনানুত তিরমিজি : ২৩১৭
১৩. সুনানুত তিরমিজি : ২০০৪
১৪. আরবরা এই বাক্যটি বলে কখনো বিস্ময় প্রকাশ করে, কখনো কারও বক্তব্য রদ করে, কখনো-বা ছোটদের স্নেহের স্বরে তিরস্কার করে। এখানে শেষোক্ত অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। (অনুবাদক)
১৫. সুনানুত তিরমিজি : ২৬১৬